This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

A. o.r
2462

A. or. 2462

Digitized by Google

Digitized by Google

A. Or.
2462

A. or 2462

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

THE

HISTORY OF JOSEPH.

যুষফের ইতিহাস।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,

For the Calcutta Christian Tract and Book Society.

1842.

Digitized by Google

Digitized by Google

HISTORY OF JOSEPH.

যূষফের ইতিহাস।

যূষফ বালক স্বপ্ন দেখে।

কিনান্ দেশ নিবাসি যাকূব্ নামে এক ব্যক্তির দ্বাদশ পুত্র ছিল, তাহার মধ্যে যূষফ্ নামে এক সন্তান আপন পিতা যাকূবের অত্যন্ত প্রিয়তম পুত্র ছিল; কারণ সে তাহার বৃদ্ধকালজাত এবং ধার্ম্মিক ও প্রিয়-ম্বদ। এ কারণ যাকূব্ সকল পুত্রহইতে তাহাকে বাৎসল্য করিয়া অধিক প্রেম করিত, ও তাহাকে এক খানি নানা বর্ণেতে চিত্র বিচিত্র বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ যূষফ নিত্য২ আপন ভ্রাতাদিগের সহিত পিতার মেষের পাল চরাইতে প্রান্তরে যাতায়াত করিত, ও ভ্রাতাদিগের দুশ্চরিত্র পিতার নিকটে জানাইত। পরে যখন তাহার ভ্রাতৃবর্গ দেখিল, যে পিতা তাহাদিগের সকলহইতে তাহাকে অধিক প্রেম করে, তখন তাহারা যূষফকে ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল।

অনন্তর যূষফ এক স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে শ্রবণ করাইল, যে ও ভাই সকল, আমার কল্য রাত্রের এক স্বপ্নবৃত্তান্ত অবধান কর। যেন আমি ক্ষেত্রে গিয়া শস্যের আটি বাঁধিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ ঐ আটি

19 A
Digitized by Google

আপনি উঠিয়া দাঁড়াইল; আর তোমাদিগের আটি সকল তাহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আমার আটিকে প্রণাম করিতে লাগিল। এই স্বপ্নকথা শ্রবণ করিয়া তাহার ভ্রাতৃগণ কোপান্বিত হইয়া কহিল, যে শুন, তুমি কি নিতান্ত আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবা? কিসে আমাদের উপর তোমার কর্তৃত্ব আছে? এ কথা কহিয়া তাহাকে আরো ঘৃণা করিল।

তদনন্তর যূষফ আর এক স্বপ্ন দেখিয়া তাহার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যে হে পিতঃ ও হে ভ্রাতা সকল, আমার কল্যকার আর এক স্বপ্ন কথা শ্রবণ কর। দেখিলাম যেন চন্দ্র ও সূর্য্য এবং একাদশ নক্ষত্র আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া যাকূব্ অনুযোগ পূর্ব্বক তাহাকে কহিল, যে শুন, এ কি স্বপ্ন দেখিয়াছ? তোমার মাতা ও আমি এবং তোমার ভ্রাতৃগণ আমরা সকলেই কি তোমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে আসিব? এ কথা কহিয়া তাহার পিতা কোন ভাব বুঝিয়া ঐ কথা স্মরণে রাখিল; কিন্তু তাহার ভ্রাতা সকলে ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল।

যূষফ আপন ভ্রাতৃকর্ত্তৃক দাসরূপে বিক্রীত হয়।

পরে এক সময় তাহার ভ্রাতৃগণ মেষসমূহ চরাইতে শিখিম্ নামে এক স্থানে গমন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার পিতা যূষফকে কহিল, ও বাপু, তোমার ভ্রাতা সকলে কি শিখিমে মেষদিগকে চরায় না? আইস,

Digitized by Google

আমি তাহাদিগের নিকটে তোমাকে পাঠাই, তুমি আপন ভ্রাতাদিগের কল্যাণ ও মেষদিগের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে সম্বাদ দিবা; এ প্রকার বলিয়া হিব্রোণ্ দেশহইতে তাহাকে বিদায় করিল। অপর যূষফ ক্রমে ২ শিখিমে পৌঁছিয়া সেখানে কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওহে ভাই, বলিতে পার, আমার ভ্রাতা সকল কোথায় মেষের পাল চরাইতেছে? তাহাতে সে মনুষ্য কহিল, তাহারা এখানহইতে গিয়াছে, কেননা এ কথা কহিতে শুনিলাম, যে আমরা দোথন্ অঞ্চলে যাই। তখন যূষফ এ কথা শুনিয়া ভ্রাতাদিগকে অন্বেষণ করিতে দোথনে চলিল। পরে তাহার ভ্রাতৃবর্গ দূরহইতে যূষফকে দেখিয়া পরস্পর বিতর্ক করিয়া কহিল, ওহে ভাই, ঐ দেখ স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসিতেছে, আইস আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দি; পরে পিতাকে কহিব, কোন হিংসক জন্তু তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে দেখিব উহার স্বপ্নের কি রূপ ফল হয়; এই পরামর্শ করিতে লাগিল। কিন্তু রূবেন্ নামে তাহাদিগের ভ্রাতা ঐ পরামর্শ শুনিয়া তাহাকে উহাদিগের হাতহইতে মুক্ত করিয়া পিতাকে সমর্পণ করিবার জন্যে এই কথা কহিল, ওহে ভাই, আমরা উহাকে বধ করিব না, উহাকে এই মাঠের মধ্যে কোন গভীর গর্ত্তের ভিতরে ফেলিয়া দি; কিন্তু উহার গাত্রে হস্তার্পণ করিও না, যেন উহার শরীরে রক্তপাত না হয়।

পশ্চাৎ যূষফ আপন ভ্রাতাদিগের নিকটে গমন করিলে তাহারা উহার গাত্রস্থ পিতৃদত্ত নানাবর্ণের বস্ত্র সকলে

Digitized by Google

কাড়িয়া লইল, এবং ধরিয়া জলশূন্য একটা গভীর গর্ত্ত-মধ্যে নিঃক্ষেপ করিল। পরক্ষণে রুবেন কার্য্যান্তরে গেলে তাহার ভ্রাতারা ভোজন করিতে বসিল, এমন সময় ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ইস্‌মায়েলীয় লোকদের একটা জনতা দেখিল, যে গিলিয়দ দেশহইতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি লইয়া উষ্ট্রের সহিত বড় জনতা মিসরদেশে যাইতেছে। তাহাতে য়িহূদা আপন ভ্রাতাদিগকে কহিল, ওহে ভাই সকল, আমার একটা সুপরামর্শ শুন, আপন ভ্রাতাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদিগের কি উপকার হইবে? আইস, আমরা এই ইস্‌মায়েলীয়দের স্থানে তাহাকে বিক্রয় করি, কেননা সে আমাদিগের ভ্রাতা; তাহার ও আমাদের জন্ম এক ঔরসে হইয়াছে, অতএব তাহার উপর আমাদের হস্তার্পণ করা উচিত নয়। তখন সকল ভ্রাতৃগণ ঐ পরামর্শে স্বীকৃত হইয়া যূষফকে গর্ত্তহইতে উদ্ধার করিয়া ঐ বণিকদের নিকটে বিশ খান রূপাতে তাহাকে বিক্রয় করিয়া সমর্পণ করিল।

পশ্চাৎ রুবেন যূষফকে গর্ত্তহইতে উদ্ধার করিতে মনে করিয়া গোপনে ঐ গর্ত্তনিকটে গিয়া দেখিল, গর্ত্তে যূষফ নাই। তাহাতে রুবেন শোকাকুলিত চিত্ত হইয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ভ্রাতাদিগের নিকটে যাইয়া কহিল, ওহে ভাই সকল, আমি কোথায় যাইব? কি করিব? গর্ত্তমধ্যে বালক নাই। অনন্তর ভ্রাতাদিগের নিকটে তাহার বিশেষ বিবরণ জানিয়া সকলে এক পরামর্শ হইয়া একটা ছাগলের বাচ্ছা কাটিয়া ঐ রক্তে তাহার সেই বস্ত্র ভিজাইয়া পিতার নিকটে বলিয়া

Digitized by Google

পাঠাইল, হে পিতঃ, আমরা পথিমধ্যে এই রক্তাসিক্ত একখানি বস্ত্র পাইয়াছি, দেখুন, এই বস্ত্র আপনকার যূষফের কি না? তখন যাকূব ঐ নানাবর্ণ বস্ত্র দেখিয়া চিনিয়া কহিল, হাঁ, আমার যূষফের বস্ত্র বটে; হায়২ কোন হিংসক জন্তু আমার যূষফকে খণ্ড২ করিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। এ প্রকার বুঝিয়া যাকূব আপন বস্ত্র ফেলিয়া কটিদেশে চট বদ্ধ করিয়া অনেক দিবস পুত্রশোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহাতে তাহার পুত্রগণ ও কন্যাবর্গ বিবিধ প্রবোধ বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিল, তথাপি সে বিগতশোক হওনে সম্মত হইল না, কহিল, আমি শোক করত পরলোকে আপন পুত্র নিকটে যাইব। এ প্রকারে যূষফের পিতা শোকেতে আত্যন্তিক কাতর হইয়াছিল।

যূষফ পোটীফর সেনাপতির কাছে উত্তম পদ পায়, আর আপন কর্ত্রীর মিথ্যা অপবাদেতে কারাগারে বদ্ধ হয়।

তদনন্তর ঐ ইস্মায়েল্ লোকেরা মিসরদেশে পৌঁছিয়া ফিরৌণ্ রাজার প্রধান সেনাপতি পোটীফরের স্থানে যূষফকে বিক্রয় করিল; কিন্তু পরমেশ্বর তাহার সহিত ছিলেন। অতএব যূষফ বর্দ্ধিষ্ণু মনুষ্য হইয়া আপন মিস্রীয় প্রভুর ঘরে রহিল। পরে যূষফের প্রভু পোটীফর তাহার ধর্ম্মাচরণ ও শিষ্টতা দেখিয়া, এবং পরমেশ্বর তাহার সঙ্গে থাকাতে সমস্ত কর্ম্ম তাহার হস্তে সফল হইতেছে, ইত্যাদি দৃষ্টিদ্বারা যূষফকে যথেষ্ট অনু-

Digitized by Google

গ্রহ করিয়া আপন সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক আপন বাটীর অধ্যক্ষতা বিষয়ে নিযুক্ত করিল। এ প্রকার হইলে পর পরমেশ্বর যূষফের নিমিত্তে মিসূীয়ের ঘরে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন। ফলতঃ তাহার ঘরেতে ও ক্ষেত্রেতে এবং সকল সম্পদের উপর পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ছিল। আর সে ব্যক্তি আপন সমুদায় বিষয় যূষফের হাতে সমর্পণ করিয়া আহারের অন্ন ব্যতিরেকে আর কিছুই জানিত না।

অপর যূষফ অতিশয় রূপবান্ ও প্রিয়দর্শন ছিল, এ কারণ তাহার প্রভুর ভার্য্যা তাহার সৌন্দর্য্য অবলোকনে কামাসক্তা হইয়া চঞ্চল চক্ষুদ্বারা সর্ব্বদা কটাক্ষ নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল; এবং কহিল, আমার সহিত শয্যাতে শয়ন কর। এ কথা শ্রবণ করিয়া যূষফ উত্তর করিতে লাগিল, ও গো প্রভুগেহিনি, দেখ, তোমার স্বামী আমাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার তাবৎ বিষয় আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং এই ঘরেতে আমাকে সম্পূর্ণ রূপে কর্তৃত্ব করিতে দিয়াছেন, আর তোমা ব্যতিরেকে আমার প্রতি আর কিছুই নিষিদ্ধ নাই, যে হেতুক তুমি তাঁহার ভার্য্যা; অতএব এতাদৃশ মহাপাপ কর্ম্ম করিয়া কি প্রকারে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি? যূষফ এমন নিষিদ্ধ উত্তর করিলেও ঐ স্ত্রী প্রতি দিন যূষফকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল; কিন্তু যূষফ তাহার কথাতে ক্ষণেক কালও মনোনিবেশ না করিয়া তাহার সঙ্গে সংসর্গ করিতে কিম্বা তাহার সহিত থাকিতে স্বীকৃত হইল না। এ প্রকারে কিছু কাল যায়, পরে ঘটনাক্রমে এক দিবস যূষফ কোন কার্য্যার্থে গৃহমধ্যে

Digitized by Google

প্রবেশ করিয়াছিল, এমন সময় ঐ স্ত্রী শূন্য গৃহে পাইয়া তাহার বস্ত্র ধরিয়া কহিল, আমার সহিত শয়ন কর; তাহাতে যূষফ উহার হাতে আপনবস্ত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এ প্রকার হইলে ঐ দুষ্টা স্ত্রী চাতুরী করিয়া ভীত ব্যক্তির ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে আপন লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, ওগো, আমার স্বামী যে ইব্রীয় দাসকে আমাদিগের নিকটে আনিয়াছেন, সে দুরাত্মা শূন্য ঘর দেখিয়া আমাকে বলাৎকার করিতে চাহিয়াছিল, তাহাতে আমি যখন ভয় পাইয়া বড় চীৎকার করিতে লাগিলাম, তখন সে আপন কাপড় ফেলিয়া পলাইয়া বাহির হইল। এ প্রকার কহিয়া আপন স্বামির বাটীতে আগমন পর্য্যন্ত তাহার বস্ত্র আপনার নিকটে রাখিল। পরে তাহার স্বামী বাটীতে আইলে পর স্বামিকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিয়া ঐ বস্ত্র তাহার নিদর্শন দেখাইল, তাহাতে ঐ কথা যূষফের প্রভুর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার কোপাগ্নি ধূ২ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে ঐ প্রভু যূষফকে ধরিয়া দৃঢ় বন্ধন করিয়া রাজবন্দি সকল যে কারাগারে বদ্ধ ছিল, ঐ স্থানে রাখিল।

যূষফ দুই বন্দি লোকের স্বপ্নের অর্থ করে।

এ প্রকারে যূষফ কারাগারে বদ্ধ রহিল, কিন্তু সেখানেও তাহার সহিত পরমেশ্বর ছিলেন, ও তাহার উপরে কৃপা করিয়া কারারক্ষকের দৃষ্টিতে তাহাকে অনুগ্রহ

Digitized by Google

দিলেন তাহাতে কারারক্ষক কারাস্থ বন্দিদিগকে যূষফের হস্তে সমর্পণ করিল, এবং তাহাদিগের কর্ম্মে কর্তৃত্ব করিতে ভার দিয়া যূষফের হস্তগত যে কিছু বিষয় তাহা কিছু ফিরিয়া দেখিত না, যেহেতুক পরমেশ্বর তাহার সহিত থাকিয়া সে যাহা করিত, তাহাই সমঙ্গল করিতেন।

তদনন্তর এক সময় মিস্রীয় রাজা ফিরৌণের প্রধান পানপাত্রধারী ও প্রধান রুটিওয়ালা, এই দুই জন কোন কার্য্যক্রমে আপন প্রভুর কোপানলেতে পতিত হইয়া যে স্থানে যূষফ বন্দী আছে, ঐ রাজরক্ষক সেনাপতির কারাগারে তাহাদিগকে থাকিতে হইল। তাহাতে ঐ সেনাপতি উহাদিগকে যূষফের হস্তে সমর্পণ করিল, এ রূপে তাহারা কিছু কাল কারাগৃহে থাকিল।

পরে এক সময় পানপাত্রধারী ও রুটিওয়ালা এই দুই জন ঈশ্বরেচ্ছাতে এক রাত্রিতে অদ্ভুত২ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্নজন্য মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণ হইয়া রহিল। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে যূষফ নিয়মিত কর্ম্মানুক্রমে তথায় যাইয়া ঐ দুই জনের বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওহে, তোমাদের উভয়েরি আজি মুখ ম্লান দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তাহাতে তাহারা উত্তর দিয়া কহিল, ওগো, কল্য রাত্রিতে আমরা উভয়েই এক২ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি; তাহাতে তাহার স্বরূপার্থ জ্ঞাপন করায় এমন একটি মনুষ্য না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি। তখন যূষফ্ উত্তর করিল, স্বপ্নার্থজ্ঞান কি ঈশ্বরের অধিকার নহে? আমাকে জ্ঞাপন কর। তাহাতে ঐ প্রধান পান-

Digitized by Google

পাত্রধারী যূষফের নিকটে আপন স্বপ্নবৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া কহিতে লাগিল। যে স্বপ্ন দেখিলাম সে এই, আমি রাজা ফিরৌণের পানপাত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম; সেই স্থানে আমার সম্মুখে একটা তিন শাখা বিশিষ্ট দ্রাক্ষালতা ছিল; অকস্মাৎ ঐ দ্রাক্ষালতা ফল পুষ্পবতী হইয়া স্তবকেং পরিপক্ব দ্রাক্ষা উৎপন্ন করিতে লাগিল। তখন আমি ঐ লতাহইতে সুপক্ব দ্রাক্ষা তুলিয়া নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রস আপন হস্তে স্থিত ঐ পানপাত্রে লইয়া রাজা ফিরৌণের হস্তে দিলাম, এই স্বপ্ন দেখিয়াছি। তখন যূষফ শ্রবণ করিয়া স্বপ্নের মর্ম্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল, তবে শুন, ইহার অর্থ এই। যে দ্রাক্ষালতার তিন শাখা দেখিয়াছ, তাহাতে তিন দিবস বুঝায়; কেননা আর তিন দিনের মধ্যে রাজা ফিরৌণ পুনর্ব্বার তোমাকে তোমার পদে নিযুক্ত করিবেন, তাহাতে তুমি পূর্ব্বকার ন্যায় রাজার হস্তে পানপাত্র দিতে পারিবা; কিন্তু তোমার এই প্রকার সুপ্রতুল হইলে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া রাজা ফিরৌণকে জানাইয়া আমি যাহাতে এ কারাগৃহহইতে মুক্ত হই, এমত উপকার করিবা; যে হেতুক আমি এমন কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই, যে এ কারাকূপেতে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। পরে এ কথা শ্রবণ করিয়া যূষফ যে স্বপ্নার্থ উত্তম করিয়াছে, তাহা বুঝিয়া প্রধান রুটিওয়ালা আপন স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিতে লাগিল, আমি এই স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন আমি আপন মস্তকোপরি তিনটি শুক্লবর্ণ টুকরি ধারণ করিয়াছিলাম; তাহার সর্ব্বোপরিস্থ টুকরীর মধ্যে মহারাজা ফিরৌণের আহারার্থে নানাবিধ

Digitized by Google

পক্কান্ন ছিল, তখন হঠাৎ পক্ষি সমূহ আসিয়া আমার মস্তকের উপরিস্থ টুকরিহইতে সমস্ত পক্কান্ন ভোজন করিল, এই স্বপ্ন দেখিয়াছি। তখন যূষফ উত্তর করিতে লাগিল, তোমাকর্ত্তৃক যে তিন টুকরি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে তিন দিবস বুঝায়; কেননা মহারাজ ফিরৌণ তোমাকে তিন দিনের মধ্যে একটা বৃক্ষের ডালেতে ফাঁসি দিয়া তোমার মস্তক উঠাইবেন, এবং পক্ষি সমূহ আসিয়া তোমার মাংস ভোজন করিবে।

যূষফের ঐ বাক্যানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজার জন্ম-দিন ছিল। এ কারণ মহোৎসব রূপে পরিবারের উন্নতি করণ সময় নির্দ্ধারিত হইলে রাজা স্বীয় কারাগৃহস্থ আপন দুই প্রধান সেবককে কারাহইতে আনাইয়া বিচার পূর্ব্বক দোষের ন্যূনাধিক বুঝিয়া প্রধান পানপাত্রধারিকে পূর্ব্ব পদস্থ করিল, এবং প্রধান রুটিওয়ালার অক্ষম্য দোষ জানিয়া তাহাকে বৃক্ষেতে ফাঁসি দিল। এই প্রকার যূষফের বাক্যানুক্রমে দুই জনেরই স্বপ্ন সফল হইল; তথাপি সেই পানপাত্রধারী যূষফকে স্মরণে না রাখিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইল।

যূষফ ফিরৌণ রাজার স্বপ্নের অর্থ করিয়া রাজকর্ত্তৃক উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

পশ্চাৎ দুই বৎসর অতীত হইলে রাজা ফিরৌণ এক রাত্রিতে পুনঃ২ দুই বার দুই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকাল হইলে অন্তঃকরণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মিসরস্থ

Digitized by Google

মায়াবিদিগকে ও পণ্ডিতদিগকে ডাকাইলেন, কিন্তু তাহারা রাজার ঐ দুই স্বপ্নের সদর্থ করিতে পারিল না।

ঐ সময় রাজার প্রধান পানপাত্রধারী যূষফকে স্মৃতি করিয়া রাজার সাক্ষাতে বলিতে লাগিল, যে হে মহারাজ, আজি আমার পূর্ব্ব অপরাধ মনে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমার নিবেদন শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। মহাশয় যখন আপন দাসদের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া আমাকে ও প্রধান রুটিওয়ালাকে রাজরক্ষক সেনাপতির স্থানে অর্পণ করিয়া কারাগারে বন্ধি রাখিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানে থাকিতে২ এক রাত্রিতে আমরা দুই জনে এক২ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া ভাবিত হইলাম; তাহাতে সে স্থানে রাজরক্ষক সেনাপতির দাস যুবা এক জন ইব্রী লোক ছিল, সে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বপ্নের বিবরণ জানিয়া তাহার স্বরূপার্থ বুঝাইয়া দিল। পরে তিন দিবসান্তে ঐ যূষফের কথা প্রত্যক্ষ হইল। আপনি আমাকে স্বকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, আর প্রধান রুটিওয়ালাকে ফাঁসি দেওয়াইলেন।

তখন রাজা আপন সেবকের পুমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ করাগারহইতে যূষফকে আপন নিকটে আনাইতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর যূষফ ক্ষৌরী হইয়া ও সুধৌত বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক রাজা ফিরৌণের সমীপে উপস্থিত হইলে পরে রাজা তাহাকে কহিলেন, যে শুনিতে পাই তুমি না কি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার যথার্থ অর্থ বলিতে পার? অতএব আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার স্বরূপার্থ বলিতে পারে, এমন উপযুক্ত লোক এখানে কেহ নাই। তখন যূষফ উত্তর করিল,

Digitized by Google

হে মহারাজ, আমাতে এমত ক্ষমতা নাই, কিন্তু পরমেশ্বর আমার প্রমুখাৎ মহারাজকে সমঙ্গল উত্তর দিবেন। তখন রাজা আপনার পূর্ব্বাপর দুই স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিস্তার করিয়া যূষফকে কহিতে লাগিলেন, যে শুন, আমি নদীর তীরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এমন সময়ে সুন্দর মাৎসল সাতটি গোরু নদীহইতে উঠিয়া তীরস্থ মাঠে চরিতে লাগিল; পরে ক্ষণেক কাল বিলম্বে কুৎসিত কৃশ অন্য সাতটি গোরু ঐ নদীহইতে উঠিয়া কিছু কাল পরে ঐ বলবান মাৎসল সাতটি গোরুকে অনায়াসে ভক্ষণ করিল, কিন্তু খাইলেও তাহাদের কৃশতা দেখিয়া যে খাইয়াছিল, এমন উপলব্ধি ছিল না; এই প্রকার সন্দর্শন করিলে নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনর্নিদ্রাবস্থায় আর এক স্বপ্ন দেখিলাম, যে এক গাছে তেজস্বী উত্তম সাতটি শীষ রহিয়াছে; অনন্তর পূর্ব্ব বায়ুতে শুষ্কীভূত অঘন আর সাতটি শীষ উৎপন্ন হইয়া কিছু কাল পরে ঐ উত্তম তেজস্বী সাতটি শীষকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; তৎক্ষণাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই দুই স্বপ্ন দেখিয়া গণকদিগকে তাহা কহিলাম, কিন্তু কেহ তাহার অর্থ কহিতে পারিল না।

যূষফ এ কথা শুনিয়া তাহার অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, ও মহারাজ, শ্রবণ করুন। মহারাজের দুই স্বপ্নেরি এক ভাব হইতেছে; জগদীশ্বর যে কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা মহারাজকে স্বপ্নদ্বারা জ্ঞাপন করাইয়াছেন; অতএব তাহার বিশেষ জ্ঞানার্থে অবধান করুন। যে সেই উত্তম সাতটি গাবী ও সেই উত্তম সাতটি শীষ দেখিয়াছেন, তাহাতে সাত বৎসর বুঝাইল।

Digitized by Google

কেননা উভয় স্বপ্নেরি একার্থ ঘটে; আর যে সাতটি কৃশ-শরীর বিশিষ্ট কুৎসিত গাবী ও পূর্ব্ববায়ুতে শুষ্ক সপ্ত শীষ দেখিয়াছেন, তাহা উভয়েও সাত বৎসর বুঝাইল। অতএব এই দুই বৎসরের পৃথক্ অর্থ জানার্থে শ্রবণ করুন্। প্রথম সাতবর্ষে মিসরদেশে সকল ভূমি বহুশস্য-শালিনী হইবে, এবং বিবিধ সুস্বাদু সামগ্রী সুলভ্য হইবে। কিন্তু তাহার পর সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ জন্মিয়া সমুদয় দেশ উচ্ছিন্ন হইলে পূর্ব্বজাত প্রচুর শস্য স্মরণেও আসিবে না, কেননা সে অতিশয় দুঃসহ দুঃসময় হইবে। এ কারণ পরমেশ্বর তাহা দৃঢ় রূপে স্থিরী-কৃত করিয়া মহারাজকে পুনঃ২ স্বপ্নের দ্বারা বিশেষ নির্দ্ধার্য্য জানাইতেছেন। এবং পরমেশ্বর তাহা শীঘ্র ঘটাইবেন; অতএব মহারাজের প্রতি আমার পরা-মর্শ এই, যে সুবিবেচক পণ্ডিত ও পরিণামদর্শী এমন এক জন মনুষ্যকে দেখিয়া তাহাকে দেশাধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করুন্। এবং সে ব্যক্তি গ্রামে২ এক২ জন গ্রামাধ্যক্ষ রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা সেই ফলবন্ত সপ্তম বৎসর অবধি শস্যাদি ভক্ষ্য দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশ প্রতি বৎসরে২ সঞ্চয় করিয়া প্রত্যেক নগরে গোলা জাত পূর্ব্বক স্তূপে২ সংগ্রহ করুক। তাহাতে ভবিষ্যদ্দুর্ভিক্ষ সময়ে ঐ পুঞ্জ২ খাদ্য সামগ্রী সকল অবশ্য দেশ রক্ষার নিমিত্ত হইবে, নতুবা বড় অমঙ্গল দেখিতেছি।

তখন রাজা ফিরৌণ এবং অমাত্যবর্গ এ কথা কুশল জানিয়া প্রামাণ্য করিল, এবং রাজা মন্ত্রিগণের প্রতি ও অমাত্যবর্গের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিল,

Digitized by Google

যে যাহাতে ঈশ্বরের আত্মা আছেন এমন আর এক জন মনুষ্য আমরা কোথা পাইব? এ কথা কহিয়া রাজা যূষফকে কহিল, শুন, যখন জগদীশ্বর তোমাকে এ সমস্ত বিষয় জানাইয়াছেন, তখন তোমার তুল্য পরিণামদর্শী ও পণ্ডিত আর কে আছে? অতএব তুমি আমার রাজ্যের অধ্যক্ষ হও, আমার সামুদায়িক প্রজারা তোমার বাক্যানুসারে উত্তম রূপে শাসিত হইবে। আমি কেবল সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া তোমাহইতে শ্রেষ্ঠ থাকিব। এ কথা কহিয়া রাজা আপন অঙ্গুলীহইতে অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া যূষফের হস্তে দিল; এবং উত্তম সূক্ষ্ম বস্ত্র ও স্বর্ণমালা ইত্যাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া আপনার দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইল। আর 'ইহাকে প্রণাম কর,' এ কথা দূতের দ্বারা গ্রামেং ঘোষণা করাইয়া মিসরদেশে আত্মবৎ কর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিল, এবং যূষফের নাম সাফিনৎ-পানেহ (নিগূঢ়বাক্য প্রকাশক) রাখিল। আর ওন্ নগর নিবাসি পোটীফেরু যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল। যে সময়ে মিসরাধিপতি ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, তৎকালে যূষফের ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। পরে বিদায় লইয়া রাজাজ্ঞানুক্রমে দেশের তত্ত্বাবধারণ করিতে মিস্রীয় তাবন্নগরেং ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং অত্যন্ত শস্যশালি ভূমি সকল দেখিয়া সেই সপ্তম বৎসর পরে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইবে জানা গেলে, সে দেশের নির্ব্বাহ হয় এমন উপযুক্ত শস্যাদি দিয়া, আর তাবৎ ভক্ষ্য দ্রব্য যেং নগরে যেং শস্যাদি জন্মিয়াছে, তত্তন্নগরে তত্তদ্দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিল। এই প্রকার

Digitized by Google

ক্রমে২ সপ্তম বৎসর পর্য্যন্ত করিলে সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অপরিমিত শস্য সঞ্চয় হইল।

পরে দুর্ভিক্ষ বৎসর উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আসিনৎ নাম্নী স্ত্রীর গর্ব্ভেতে যূষফের দুইটি পুত্রসন্তান হইল। তাহাতে যূষফ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মিনশি (বিস্মৃত্তি) রাখিল, কেননা ঈশ্বর আমার সকল ক্লেশ ও আমার পিতার গৃহের সমুদায় আমাকে বিস্মৃত করাইয়াছেন। এবং দ্বিতীয়ের নাম ইফ্রয়িম (ফলবান) রাখিল, কেননা আমার দুঃখের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান করিয়াছেন।

তদনন্তর যূষফ যেমন কহিয়াছিল, মিসর দেশে তাদৃশ সপ্তম বৎসর সম্পূর্ণ শস্য হইয়া পরে ক্রমে২ অতিশয় আকাল উপস্থিত হওয়াতে যখন তাবন্নগরস্থ প্রজাবর্গ রাজার সমীপে যাইয়া রক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল, তখন রাজা মিস্রীয়দিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা সকলে যূষফের নিকটে যাইয়া আত্মনিবেদন কর, তাহাতে সে যে পরামর্শ কহিবে, তাহাই করিও। এমন হইলে তাহারা যূষফের সন্নিকটে গমন করিয়া আপনাদের ভোজনাভাবের ক্লেশ জ্ঞাপন করিলে পর যূষফ্ শস্যাদির গোলা খুলিয়া তদুপযুক্ত মূল্যেতে বিক্রয় করিয়া সামুদায়িক লোকের নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। পশ্চাৎ আত্যন্তিক দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধি হওয়াতে চতুর্দ্দিকস্থ তাবদ্দেশীয় লোকেরা মিসরদেশে যূষফের নিকটে আসিয়া খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বস্বদেহে প্রাণের স্থাপন করে।

Digitized by Google

যাকূব আপন পুত্রদিগকে শস্য কিনিবার জন্যে মিসর দেশে প্রেরণ করে, আর যূষফ ভ্রাতাদিগকে চর বলিয়া বিন্‌য়ামীন্‌কে বন্ধকস্বরূপ বদ্ধ রাখে।

অপর এই দুর্ভিক্ষসময়ে মিসরদেশে যথেষ্ট শস্য আছে, এই সম্বাদ শুনিয়া যাকূব পুত্রদিগকে কহিল, তোমরা এই বিপত্তি সময়ে কেন পরস্পর দেখা দেখি করিয়া থাকিতেছ? শুনিলাম মিসরদেশে বিস্তর শস্য আছে, অতএব তোমরা ঐ দেশে যাইয়া শস্যাদি ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে পরমেশ্বরের কৃপাতে আমাদের প্রাণ ধারণ হইবে। এ কথা শুনিয়া যূষফের দশ ভ্রাতা পিতার আজ্ঞানুরূপে মিসরদেশে খাদ্য সামগ্রী কিনিয়া আনিতে যাত্রা করিল, কিন্তু যাকূব যূষফের সহোদর বিন্‌য়ামীন্‌কে তাহাদের সহিত পাঠাইয়া দিল না, কারণ কহিল, কি জানি পথি মধ্যে যদি ইহার কোন বিপদ ঘটনা হয়! অতএব তাহাকে রাখিয়া অন্য সকল লোকদের মধ্যে ইস্রায়েলের কি না যাকূবের পুত্রেরাও শস্য ক্রয় করিতে মিসরদেশে গমন করিল।

পরে যাকূবের সন্তানেরা মিসরদেশে উপস্থিত হইয়া প্রথমতই যূষফের সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, কেননা এ ব্যক্তি রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ এবং ইহার অনুমতি ব্যতিরেকে শস্যাদি ক্রয় করিতে কাহারো শক্তি নাই। এই রূপে তাহারা যূষফকে দর্শন করিয়াও অতুল্য বৈভব ও রাজকীয় বিভূষণাদি বিশিষ্ট প্রযুক্ত আপন ভ্রাতাকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু যূষফ

Digitized by Google

আপন ভ্রাতাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিল, কিন্তু আপন পরিচয় না দিয়া বরং অপ্রিয় বাক্যের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথাহইতে কিসের নিমিত্তে এ দেশে আসিয়াছ? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, হে মহাশয়, আমরা কিনান দেশহইতে খাদ্য সামগ্রী কিনিতে আসিয়াছি। তখন যূষফ পূর্ব্বে তাহাদের বিষয়ে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, না, এমন বোধ হয় না; অনুমান করি তোমরা কাহার চর হইবা, এ দেশের দুর্ভিক্ষ্য জন্য দুরবস্থা দেখিতে আসিয়াছ। তখন তাহারা যূষফের ঐ এক কথা বারম্বার শুনিয়া অন্তঃকরণে অত্যন্ত ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, যে মহাশয়, তবে আপনকার ভৃত্যদের কিঞ্চিৎ পরিচয় অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন্। আমরা কিনান দেশীয় এক জনের সন্তান দ্বাদশ ভ্রাতা, আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতার নিকটে আছে, আর এক ভ্রাতার কালপ্রাপ্তি হইয়াছে, এখানে এইক্ষণে বর্ত্তমান দশ জন আছি। এ কথা শুনিয়া যূষফ প্রত্যুত্তর করিল, আমি যে কথা কহিয়াছিলাম, তোমরা তাহাই কি না, তাহার প্রমাণ এখনি জানিতে পারিব। ভাল, তোমাদিগের মধ্যে এক জন গিয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আনুক, তদ্ভিন্ন সকলেরি তাবৎ কাল পর্য্যন্ত এখানে বদ্ধ থাকিতে হইবে; তাহাতেই তোমাদিগের কথার সত্য মিথ্যা সকলি পরীক্ষা হইবে। পরে যূষফ তাহাদিগকে কারাগারে বদ্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিল। অনন্তর তিন দিবস গতে তাহাদিগকে আপনার নিকটে আনাইয়া কিঞ্চিৎ

Digitized by Google

সমতারূপে কহিল, শুন, আমি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া তোমাদিগের অনিষ্ট করিতে চাহি না; কিন্তু যদি তোমরা স্ব স্ব প্রাণ রক্ষা করিতে সত্য পথে চল, তবে এই কার্য্য কর, তোমাদিগের এক ভ্রাতাকে প্রমাণস্বরূপ কারাগৃহে রাখিয়া আর সকলে দুর্ভিক্ষার্থে ভক্ষ্য সামগ্রী লইয়া বাটীতে যাও। কিন্তু তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আনিলে পর তবে তোমাদের বাক্য প্রামাণ্য হইবে, এবং মৃত্যুহইতে ত্রাণ পাইবা। তখন এ কথা শুনিয়া তাহারা অনুপায় ভাবিয়া সম্মত হইয়া কহিল, মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাই করিব।

অনন্তর তাহারা মনঃপীড়া পাইয়া স্বদেশীয় ভাষাদ্বারা পরস্পর কহিতে লাগিল, যে হাঁ ভাই, বুঝিলাম, আমরা ভ্রাতৃবিষয়ে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহার ফল এই হাতে২ ফলিল; কেননা যখন সে বিনয়পূর্ব্বক কাতর বাক্যে বিনতি করিতে লাগিল, তখন আমরা তাহার মনের ব্যথা দেখিয়াও সে কথা শুনিলাম না; তন্নিমিত্তে এই সকল দুঃখোপস্থিত হইতেছে। তখন তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূবেন তাহাদিগকে কহিল, আমি তোমাদের কি নিষেধ করি নাই, বালকের প্রতি তোমরা এ দুষ্কর্ম্ম করিও না? তথাপি তোমরা শুনিলা না, এ জন্যে তাহার রক্তের অনুসন্ধান আমাদের স্থানে লওয়া যাইতেছে। তাহাদের এরূপ পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া যূষফ অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্থানান্তরে গিয়া রোদন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারাও এমন বুঝিতে পারিল না, যে ইনি

Digitized by Google

আমাদের কথা বুঝেন, কেননা যখন তাহার সহিত কথোপকথন হইয়াছিল, তখন এক জন দোভাষিয়ার দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়াছিল। পরে যূষফ পুনশ্চ আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে শিমিয়োন নামে ভ্রাতাকে তাহাদের সাক্ষাতে দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ করাইল, আর অন্যান্য সকলের ছালা সকল বিবিধ শস্যেতে পরিপূর্ণ করিতে এবং তাহার মূল্যের প্রাপ্য ধন সকল গোপনে ছালার মুখে বাঁধিতে আর তাহাদিগের পথের সম্বল বিবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিতে আজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। অনন্তর তাহারা আপন২ গাধার উপরে ঐ সকল ভার দিয়া সে স্থানহইতে প্রস্থান করিল। পরে দিবাবসানে কোন সরাইতে পৌঁছিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন পশুপালনার্থে বোঝা খুলিয়া দেখিল, যে তাহার শস্যমূল্য টাকা সকলি ছালার মুখে আছে। ইহা দেখিয়া অন্যান্য ভ্রাতাকে কহিলে পর তাহারা বিস্ময়াপন্ন ও ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, পরমেশ্বর আমাদিগকে কি বিড়ম্বনা করিয়াছেন!

যূষফের ভ্রাতৃগণ পিতার কাছে পৌঁছিলে যাত্রার সম্বাদ কথন।

অনন্তর তাহারা কিনান দেশে পৌঁছিয়া আপনাদের পিতা যাকূবের নিকটে আসিয়া তাহাকে ঐ সকল ঘটনার বৃত্তান্ত শুনাইয়া কহিল, সে দেশের শাসনকর্ত্তা গত মাত্রে আমাদিগকে অন্য দেশীয় চর জানিয়া

Digitized by Google

নানা প্রকার কটু উক্তি করিতে লাগিল। তাহাতে আমরা প্রত্যুত্তর করিলাম, আমরা বিশ্বস্ত লোক, কাহারো চর নহি। আমরা আপন পিতার পুত্র দ্বাদশ ভ্রাতা, তাহার মধ্যে এক ভাই নাই, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতার নিকটে কিনান দেশে আছে। তখন সেই দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিল, ভাল, তোমরা কেমন সত্যবাদিলোক, তাহা আমি জানিব; তোমাদিগের মধ্যে এক জন আমার নিকটে থাকিবে, আর অন্য সকলে পরিবার নির্ব্বাহার্থে শস্যাদি লইয়া যাউক। পরে তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আনিলে জানিব, যে তোমরা চর নহ, সাধু বট। পশ্চাৎ তোমাদের ভাইকে তোমাদিগকে সমর্পণ করিব, ও তোমরা এ দেশে ক্রয় বিক্রয়াদি করিতে পারিবা।

তাহারা এ কথা আপন পিতা যাকূবকে কহিয়া সকলে আপন২ বোরা খুলিতে দেখিল, যে প্রত্যেক জনের টাকার তোড়া প্রত্যেক ছালাতে বদ্ধ আছে; তাহা দেখিয়া পিতা ও পুত্রগণ সকলেই ভীত হইল। পশ্চাৎ যাকূব শোক করত তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, তোমরা আমার নিকটহইতে এক২ করিয়া আমার সন্তানগুলি হরণ করিতেছ। দেখ, আমার যূষফ নাই ও শিমিয়োন নাই, পুনর্ব্বার বিন্‌য়ামীন্‌কেও তোমরা লইয়া যাইতে চাহ; এ সকলও আমার অমঙ্গলের বিষয় হইতেছে। তখন রূবেন আপন পিতাকে কহিতে লাগিল, যে বিন্‌য়ামীন্‌কে আমার হস্তে সমর্পণ করুন, আমি আপনি আপনকার নিকটে আনিয়া দিব; যদি আনিয়া দিতে না পারি, তবে আমার দুই পুত্রকে স্বহস্তে বধ

Digitized by Google

করিবেন। তাহাতে যাকূব উত্তর করিল, সে তোমাদের সঙ্গে যাইবে না; কেননা তাহার সহোদর মরিয়াছে, কেবল সেই মাত্র আছে; যদি পথের মধ্যে কোন আপদ ঘটে তবে তোমরা শোকেতে করিয়া আমার পক্ক কেশ পরলোকেতে নামাইবা।

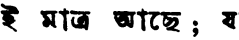

যূষফের ভ্রাতৃগণ বিন্‌য়ামীন্‌কে লইয়া দ্বিতীয় বার মিসরে গমন করিয়া যূষফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

তদনন্তর দুর্ভিক্ষ ক্রমে২ বৃদ্ধি হওয়াতে মিসর দেশহইতে আনীত খাদ্যদ্রব্যের অবশেষ হইলে পর যাকূব আপন পুত্রদিগকে বলিল, তোমরা আমাদের নিমিত্তে মিসর দেশহইতে আর কিছু ভক্ষ্য সামগ্রী আনয়ন কর। তাহাতে যিহূদা উত্তর করিল, শুন, সেই প্রধান ব্যক্তি নির্যাস কথা বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছে, তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমাদের সহিত না আইলে আমার মুখাবলোকন করিতে পাইবা না। অতএব আপনি যদি তাহাকে আমাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে আমরা যাইয়া শস্যাদি কিনিয়া আনিতে পারি। নতুবা নিষ্ফল মিথ্যা যাইব না। তখন তাহাদের পিতা ইস্রায়েল কহিল, তোমাদিগের আর এক ভ্রাতা আছে, এ কথা সে মনুষ্যকে কহিয়া আমার এমন মন্দ কেন করিলা? তাহাতে তাহারা কহিল, তিনি আমাদিগের বংশের বিষয় সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের পিতা কি সজীব আছে? ও তোমাদের

Digitized by Google

কি আর ভাই আছে? তাহাতে আমরা প্রশ্নানুক্রমে উত্তর করিতে লাগিলাম, আমরা কি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিলাম যে আমাদিগের ভ্রাতাকে লইয়া যাইতে বলিবেন? পশ্চাৎ যিহূদা আপন পিতাকে পুনর্নিবেদন করিতে লাগিল, ঐ বালককে আমাকে সমর্পণ করুন্, আমি উহার প্রতিভূ হইলাম, পুনর্ব্বার আনিয়া যদি আপনকার হস্তে প্রদান না করি, তবে আমার নিকটে তাহার দাওয়া থাকিবে। এমন হইলে আমরা যাইয়া আপনকার সহিত সপরিজনে জীবন ধারণ করিতে পারি। তাহাতে তাহাদিগের পিতা কহিল, হায় যদি নিতান্ত এমন করিতে হইল, তবে তোমরা এক কর্ম্ম কর, এ প্রদেশে যে২ উত্তম সামগ্রী আছে, তাহার কিছু২ সে দেশাধ্যক্ষের নিমিত্তে উপঢৌকন লইয়া যাও। আর যে মূল্যের টাকা ফিরিয়া আনিয়াছিলা, তাহাও লইয়া যাও, কি জানি তাহা কোন চুকে হইয়াছিল; এবং তোমাদের ভাই বিন্‌য়ামীন্‌কে সঙ্গে করিয়া লও। যদি আমি পুত্র হারাই, তবে হারাইলাম; কি করিব? কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদের প্রতি সেই মহদ্ব্যক্তির অনুগ্রহ যেন জন্মাইয়া দেন, যেন তোমাদের ভ্রাতা শিমিয়োনের সঙ্গে বিন্‌য়ামীন্‌কে বিদায় করিয়া পুনশ্চ আমার নিকটে পাঠান। এ কথা কহিয়া যাকূব পুত্রদিগকে বিদায় করিল।

অপর তাহারা ভেট দ্রব্য ও দ্বিগুণ টাকা বিন্‌য়ামীনের সহিত লইয়া মিসর দেশে গমন করিয়া যূষফের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন যূষফ আপন সহোদর বিন্‌য়ামীন্‌কে দেখিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে ডাকিয়া এই

Digitized by Google

আজ্ঞা দিল, এই মনুষ্যদিগকে আমার বাটীতে লই-য়া যাও, আর উত্তম২ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত কর; কেননা ইহারা মধ্যাহ্নে আমার সহিত ভোজন করিবে। তখন পাত্র যূষফের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে বাটীতে আনয়ন করিয়া উত্তম স্থান দিল, এবং যথোচিত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিল। কিন্তু তাহারা যূষফের অনুমতি ভাষা বুঝিতে না পারিয়া যূষফের বাটীতে লইয়া যাওয়াতে অন্তঃকরণে ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, পূর্ব্বকার শস্যমূল্য টাকা কোন ক্রমে না জা-নিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলাম, সেই অপরাধ নিমিত্ত ইনি কি আমাদিগকে বাটীতে বদ্ধ করিয়া দাস করিতে বাঞ্ছা করেন?

এই প্রকার চিত্তবৃত্তি করিয়া তাহারা দ্বারে থাকিতে ঐ গৃহাধ্যক্ষকে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতে লাগিল, হে মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে আর এক বার খাদ্যদ্রব্য কিনিতে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যাওন কালে সরা-ইতে উত্তীর্ণ হইয়া আপন২ বোরা খুলিয়া দেখি-লাম, প্রতি জনের আপন২ টাকা বোরার মুখে বাঁধা আছে; তাহাতে ভীত হইয়া আমরা অন্য ভক্ষ্যদ্রব্য কি-নিবার মূল্যের সহিত তাহাও পুনর্ব্বার আনিয়াছি; কিন্তু সে টাকা আমাদের ছালাতে কি প্রকারে কে বাঁধি-য়াছিল, আমরা তাহার কিছুই জানি না। এ কথা শুনি-য়া ঐ গৃহাধ্যক্ষ প্রবোধ বাক্যদ্বারা কহিতে লাগিল, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভয় করিও না, তোমাদিগকে ঈশ্বর কৃপা করিয়া তোমাদের স্ব২ ছালাতে সে ধন দি-য়াছেন, শস্যের মূল্য টাকা আমি পাইয়াছিলাম। এ

Digitized by Google

কথা কহিয়া তাহাদিগের ভ্রাতা শিমিয়োনকে বাহির করিয়া আনিয়া দিল। এবং যূষফের গৃহে আনয়ন করিয়া পাদ্য আসনাদি প্রদান করিয়া আতিথ্য ব্যবহারার্থে যে২ কর্ত্তব্য তাহা করিতে লাগিল। এবং উহাদের গর্দ্দভ সমূহের আহারার্থে দানা প্রদান করিল। তাহাতে তাহারা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইয়া যূষফের আগমন অপেক্ষায় উপঢৌকন দ্রব্য সুসজ্জ করিতে লাগিল, কেননা তাহারা শুনিয়াছিল যে সেখানে অন্ন খাইবে।

যূষফ আপন ভ্রাতৃগণকে ভোজন করান এবং পশ্চাৎ আটকিয়া রাখে।

তদনন্তর যূষফ গৃহে আইলে তাহারা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য ধারণ করিয়া প্রদান করিল। পরে যূষফ তাহাদিগের স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদিগের সকল মঙ্গল? আর তোমাদের যে বৃদ্ধ পিতার কথা কহিয়াছিলা, তিনি কি ভাল থাকিয়া অদ্যাপি জীবৎ আছেন? তখন তাহারা পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া উত্তর করিতে লাগিল, যে হাঁ মহাশয়, আপনকার দাস আমাদের পিতা ভাল আছেন, তিনি মরেন নাই। পরে যূষফ আপন ভ্রাতা বিন্‌য়ামীনের প্রতি অবলোকন করিয়া পুনর্জ্জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমরা যে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ কহিয়াছিলা, সেই বালক কি এই? ভাল২। ও বৎস জগদীশ্বর তোমার প্রতি করুণাবলোকন করুন্। এ কথা

Digitized by Google

কহিয়া যূষফের আত্ম সহোদরের প্রতি স্নেহ উপস্থিত হইল। তাহাতে অন্তঃকরণের বৈকল্য সম্বরণ করিতে না পারাতে ঝটিতি গুপ্ত স্থানে আত্মগৃহে যাইয়া অশ্রুপাতেতে অভিষিক্ত হইয়া মনকে স্নিগ্ধ করিল। অনন্তর সে মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া পাচকদিগকে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলে পর তাহারা তাহার ও তাহার ভ্রাতাদের নিমিত্তে এবং তাহার সহিত ভোজন করিবে যে মিস্রীয় লোক, তাহাদের জন্যে প্রত্যেকের পৃথক্২ করিয়া অন্ন বাড়িল; কেননা মিস্রীয়দিগের ইব্রীয়দের সহিত ভোজন করাতে নিন্দা আছে। অতএব তাহার ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠানুসারে যে যে স্থানের উপযুক্ত, সে সেই স্থানে তাহার সম্মুখে বসাতে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পরে সে আপন সম্মুখহইতে উত্তম২ সামগ্রী লইয়া তাহাদিগকে আগে দিল, কিন্তু তাহাতে সকলের অংশ অপেক্ষা বিন্য়ামীনের ভাগ প্রায় পাঁচ গুণ অধিক ছিল। এই রূপে তাহারা তাহার সহিত আনন্দপূর্ব্বক ভোজন পান করিল।

পরে যূষফ পাত্রকে এই আজ্ঞা দিল, যে তাহাদিগের বাহকের বহন শক্ত্যনুসারে সমুদায় ছালাতে শস্য পরিপূর্ণ করিয়া দেও; এবং প্রতি জনের টাকা আপন বোরার মুখে বান্ধিয়া দেও; আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বোরার মুখে তাহার টাকার সহিত আমার রূপার পেয়ালাটা বান্ধিয়া দেও। এ প্রকার যূষফের আজ্ঞানুসারে ঐ গৃহাধ্যক্ষ সকলি করিলে পরদিন প্রাতঃকালে অরুণোদয় সময়ে যূষফের ভ্রাতৃগণ সমুদায় শস্যাদি লইয়া আপন

Digitized by Google

দেশের প্রতি প্রস্থান করিল। অনন্তর কিছু কাল পরে যূষফ আপন পাত্রকে এই আজ্ঞা দিল, তুমি সেই মনুষ্যদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া নিকটে পৌঁছিয়া তাহাদিগকে এই২ কথা বল। এই আজ্ঞানুক্রমে পাত্র তাহাদিগের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিল, তোমরা উপকারের পরিবর্ত্তে কেন অপকার করিয়া থাক? দেখ, আমাদের প্রভু তোমাদের সমাদরেতে চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ইত্যাদি বিবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রীদ্বারা সন্তোষপূর্ব্বক তৃপ্ত করাইয়া যথেষ্ট শস্য দিয়াছেন, তথাপি তোমরা লোভ প্রযুক্ত তাহার পেয়ালা চুরি করিয়া আনিয়াছ; এ বড় অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছ। পাত্রের এ কথা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, হে মহাশয়, আপনি অকারণ এমন কথা কেন কহিতেছেন? মহাশয়ের দাসেরা এমন কর্ম্ম কখন করিতে পারে না, বরং পূর্ব্বের যে টাকা আমরা দেশে গিয়া বোরার মুখে পাইয়াছিলাম, তাহাও পুনর্ব্বার ফিরিয়া আনিয়াছি, তবে আপনকার প্রভুর ঘরহইতে কেন সুবর্ণ রূপ্যাদি অপহরণ করিব? যদি আমাদের মধ্যে কাহারো নিকটহইতে এমন কোন অপহৃত সামগ্রী বাহির করিতে পারেন, তবে যেন এই ক্ষণে তাহাকে বিনাশ করেন, তদ্ভিন্ন আর সকলেও প্রভুর দাস হইয়া থাকিব। তাহাতে পাত্র কহিল, যে তথাস্তু, যাহার কাছে সে দ্রব্য থাকিবে, সে আমার দাস হইবে; কিন্তু আর অন্যান্য সকলে নির্দ্দোষ হইবে। এ কথা শ্রবণানন্তর তাহারা ঝটিতি অপন২ বোরা নামাইয়া মুখ খুলিয়া দিল। পরে পাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বোরা আরম্ভ

Digitized by Google

করিয়া ক্রমে২ কনিষ্ঠ ভ্রাতার বোরা পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া বিন্‌য়ামীনের বোরাহইতে যূষফের পেয়ালা বাহির করিল। ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২ গাধাকে লইয়া পাত্রের সহিত পুনর্ব্বার যূষফের নিকটে উত্তীর্ণ হইল।

তদনন্তর তাহারা যূষফের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তখন যূষফ তাহাদিগকে বলিল, এ কি কর্ম্ম তোমরা করিয়াছ? আমি যে প্রকার মনুষ্য, আমি যে গণনা করিতে পারি না, ইহাই কি তোমরা বুঝিয়াছিলা? তখন যিহূদা উত্তর করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা প্রভুকে কি বলিয়া উত্তর দিব, আর আপনাদিগকে কি রূপে বা নির্দ্দোষ করিতে পারি? আপনকার দাসদের অপরাধ পরমেশ্বর আপনি প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব মহাশয়ের পেয়ালা অপহারক লোকের সহিত আমরা সকলেই প্রভুর দাস হইলাম। তাহাতে যূষফ বলিল, যে না, এমন হইতে পারে না। যাহার নিকটে আমার পেয়ালা পাওয়া গিয়াছে, সেই লোক আমার দাস হইবে, তদ্ভিন্ন তোমরা সকলে নির্ব্বিঘ্নে আপন পিতার নিকটে স্বদেশে যাত্রা কর। তখন এ কথা শুনিয়া যিহূদা তাহার নিকটে যাইয়া নিবেদন করিতে লাগিল, হে মহাশয়, আপনি ফিরৌণ রাজাধিরাজের সদৃশ ব্যক্তি, অতএব যদি আজ্ঞা হয়, তবে আপনকার দাসদের কিঞ্চিৎ নিবেদন কর্ণগোচর করাই। মহাশয় যখন আপন দাসদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা আছেন কি না? তখন আমরা উত্তর দিলাম, আমা-

Digitized by Google

দের পিতা আছেন; তিনি অতি বৃদ্ধ লোক, এবং তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় জাত এক সন্তান আছে, সে অতি বালক, এবং তাহার সহোদরের মরণে সে আপন মাতার একই পুত্র থাকিল, এ কারণ পিতা তাহাকে যথেষ্ট প্রেম করেন। তাহার পর আপনি আমাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, যে তাহাকে আমার নিকটে আন গিয়া, আমি তাহাকে দেখিব। তাহাতে আমরা প্রভুকে নিবেদন করিলাম, যে সে বালক পিতাকে ছাড়িয়া আসিতে পারে না; কেননা তাহার বিরহে পিতার প্রাণ বিয়োগ হইবে। তদনন্তর মহাশয় কহিলেন, যে তোমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা না আইলে তোমরা আর আমার মুখাবলোকন করিতে কদাচ পাইবা না। অনন্তর আমরা স্ব দেশে গমন করিয়া আমাদের পিতার নিকটে মহাশয়ের ঐ তাবৎ কথা জ্ঞাত করাইলাম; তাহাতে কিছু কালাবসানে সেই তাবৎ শস্যাদির অবশেষ হইলে পিতা খাদ্যদ্রব্য আনয়ন জন্য আমাদিগকে পুনর্ব্বার মিসরদেশে যাইতে কহিলেন। তখন আমরা উত্তর করিলাম, যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমাদের সহিত প্রেরণ কর, তবে যাইব, নতুবা যাইব না; যেহেতুক ঐ বালক আমাদের সহিত না থাকিলে সে দেশাধ্যক্ষের মুখ আমরা দেখিতে পাইব না। এ কথা শুনিয়া পিতা কহিলেন, তোমরা তো জান, আমার প্রিয়তমা ভার্য্যার দুই সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার এক জন আমার নিকটহইতে যাইয়া অনুদ্দিষ্ট হইলে আমি অবধারিত করিলাম, যে অবশ্য কোন দুরন্ত পশু তাহাকে নষ্ট করিয়াছে, তদবধি তাহাকে আর দেখি নাই।

Digitized by Google

আর বার তোমরা ইহাকেও দূরে নিয়া গেলে কি জানি যদি কোন বিঘ্ন ঘটে, তবে তোমরা শোকেতে পরলোকে আমার পক্ক কেশ নামাইবা। অতএব আমার পিতার প্রাণ বালকেতে এতাদৃশ বাঁধা আছে। আমরা বাটী পৌছিলে যদি আমাদের সহিত বালককে না দেখেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে; তখন আপনকার দাস আমরা পিতার পক্ক কেশ শোক পূর্ব্বক পরলোকে নামাইব। কেননা আমি আপন পিতার নিকটে ঐ বালকের প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছিলাম, যে আমি যদি তোমার নিকটে পুনর্ব্বার তাহাকে আনিয়া না দেই, তবে পিতা তোমার নিকটে সর্ব্বদা অপরাধী হইয়া থাকিব। অতএব এই ক্ষণে আপনকার সন্নিধানে প্রার্থনা এই, যে ঐ বালককে আপন ভ্রাতাদিগের সমভিব্যাহারে পিতার নিকটে যাইতে আজ্ঞা দেন, এবং উহার পরিবর্ত্তে বরং মহাশয়ের এই দাস আমি বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত থাকি। কারণ ও বালক আপন ভ্রাতাদের সহিত গমন না করিলে কি প্রকারে পিতাকে মুখ দর্শন করাইব; আর কি জানি তাহাতে যদি তাঁহার শোক জন্য কোন মন্দ ভাব দেখিতে পাই?

যূষফ আপন ভ্রাতাদিগের কাছে আপন পরিচয় দেন।

পরে যূষফ এ সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মনের বৈকল্য হেতুক ব্যাকুল হইয়া অধিক ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অশক্ত প্রযুক্ত সম্মুখস্থ ভ্রাতৃগণ ব্যতিরেক অন্যান্য লোকদিগকে

Digitized by Google

স্থানান্তর যাইতে আজ্ঞা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে আত্মপরিচয় দিতে লাগিল। ও ভাই সকল, আমি তোমাদের সেই ভাই যূষফ, আমার পিতা কি অদ্যাপি জীবৎ আছেন? তাহারা এ কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন ও বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং প্রত্যুত্তরে অক্ষম হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকিল। তখন যূষফ তাহাদের স্নেহের সহিত অভয় বচনের দ্বারা আপনার সন্নিকৃষ্টে আনিয়া কহিতে লাগিল, ও ভাই সকল, তোমরা যাহাকে মিসরেতে বিক্রয় করিয়াছিলা, তোমাদের সেই ভ্রাতা যূষফ আমি। কিন্তু এখন তন্নিমিত্তে কোন শোক কিম্বা এক জন আর এক জনের প্রতি ক্রোধ করিও না; কেননা পরমেশ্বর জীবরক্ষার্থে আমাকে মিসর দেশেতে পাঠাইলেন। এই ক্ষণে দুই বৎসরের দুর্ভিক্ষ গত হইয়াছে, কিন্তু আর পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহাতে শস্যোৎপত্তি কিছু মাত্র হইবে না। অতএব জগদীশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষা ও প্রাণরক্ষা করাইতে তোমাদিগের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন; অতএব এ দেশে তোমরা আমাকে পাঠাও নাই, কিন্তু পরমেশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন, আর আমাকে রাজা ফিরৌণের পিতৃতুল্য করিয়া তাহার রাজধানী ও তাবৎ রাজ্যের উপর অধ্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা আমার পিতার নিকটে শীঘ্র গমন করিয়া আমার এই প্রকার উন্নতি জ্ঞাত করাইয়া বল, যে যূষফ তোমাকে পরিবারের সহিত তাহার নিকট গোশন্ দেশে অবস্থিতি করাইতে প্রার্থনা করিতেছে, এবং সেই পরম রম্য স্থানে আপনকার বসতি করাইয়া আপনকাকে

Digitized by Google

প্রতিপালন করিবেন। কেননা তাবৎ দেশে এই যে সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষ্য জন্মিয়াছে, তাহা আর পাঁচ বৎসর থাকিবে; অতএব এ স্থানে না আইলে আপনকার সপরিজনের ও মেষ গবাদির প্রাণরক্ষা সংশয় জানিবেন। এই কথা তোমরা আমার পিতাকে বলিও, এবং মিসর দেশে আমার গৌরব ও ঐশ্বর্য্যাদি তাহাও তাহার সমীপে বর্ণনা করিও। এবং এ দেশে তাহার শীঘ্র আগমন বিষয়ে চেষ্টা পাইবা। যূষফ এই সকল কথা কথনানন্তর আপন ভ্রাতাদিগকে একে২ ক্রমে২ কোল ও চুম্বন দিয়া যথেষ্ট ক্রন্দন করিল। বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ামীনের উপরে কিছু অধিক স্নেহ প্রকাশ করিল। তাহাতে তাহারাও তাহার সহিত আলাপ ও কুশল জিজ্ঞাসাদি করিতে লাগিল।

ফিরৌণ রাজা যাকুবকে পরিবারের সহিত মিসরে আসিতে আজ্ঞা দেন।

অনন্তর ঐ যূষফের ভ্রাতৃগণের আগমন সম্বাদ কোন প্রকারে ফিরৌণ রাজা ও তাঁহার অমাত্যবর্গেরা শুনিয়া সকলে পরমাহ্লাদিত হইল, এবং রাজা যূষফকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, ওহে, তুমি আপন ভ্রাতাদিগকে এই কথা বল, যে তোমরা বলদ সকল বোঝাই করিয়া স্বদেশে গমনপূর্ব্বক তথাহইতে তোমাদের পরিবারের সহিত পিতাকে এই দেশে আমার নিকটে লইয়া আইস। তাহাতে তোমাদিগকে মিসর দেশীয় উত্তম২

Digitized by Google

দ্রব্যাদি দিব, আর তাহাতে এই দেশের উত্তম স্থান ভোগ করিতে পাইবা। অতএব এই আজ্ঞানুসারে মিসর দেশহইতে শকটাদি লইয়া গিয়া তোমাদের পিতা ও বালক ও স্ত্রীলোক ইত্যাদি পরিজনকে লইয়া আইস। তাহাতে সে স্থানের বিষয়ের প্রতি স্নেহ করিও না; কেননা মিসর দেশের যে সকল উত্তম ২ বিষয় সে সকলি তোমাদের।

পরে যূষফ এই রাজ আজ্ঞানুসারে আপন ভ্রাতাদিগকে সমস্ত বিবরণ কহিয়া তাহাদিগকে শকট ও পথ খরচ আর তাহাদের প্রত্যেককে পরিধেয় বস্ত্র দিল, বিশেষতঃ বিন্‌য়ামীনকে তিন শত খান রূপা ও পাঁচ যোড়া কাপড় দিল। আর আপন পিতার নিমিত্তে মিসর্‌ দেশীয় উত্তম ২ দ্রব্যেতে বোঝাই দশ গাধা আর তাহার আগমনের পথ খরচের জন্যে নানাবিধ শস্য ও রুটীতে ভারাক্রান্ত দশ গাধী দিল। এই রূপ সমস্ত সামগ্রী দিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে পরিজন লোক আনিতে পাঠাইয়া দিল। আর কহিয়া দিল, যে সাবধান, তোমরা পথিমধ্যে পরস্পর কিছু বিবাদ করিও না;

এই রূপে তাহারা মিসরহইতে স্বদেশে নিজ পিতা যাকূবের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিস্তারিত ক্রমে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইল; কিন্তু যখন তাহারা কহিল, যে যূষফ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া মিসর দেশে সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াছে, তখন যাকূব কিছু কাল বিষণ্ণ হইয়া তাহাদের কথায় অনাস্থা করিল, কেননা তাহাদের কথায় তাহার বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু শেষে যূষফের কথিত কথা কহাতে এবং তাহাকে লইতে যে শকটাদি পাঠাইয়াছে,

Digitized by Google

তাহা দেখিয়া নিশ্চিত বোধ হওয়াতে যেমন মৃত শরীরে প্রাণ দান পাইল। আর পুলকিত হইয়া কহিল, যে আমার যূষফ যে অদ্যাপি জীবৎ আছে, এই যথেষ্ট; আমি যাইয়া মরণের পূর্ব্বে তাহার মুখসন্দর্শন করিব।

যাকূবের পরিবারের সহিত মিসর দেশে গমন।

অপর ইস্রায়েল্ অর্থাৎ যাকূব আপনার যে২ বিষয় ছিল, তাহা সর্ব্বস্ব সমভিব্যাহারে লইয়া তথাহইতে মিসর দেশে যাত্রা করিল। পরে ক্রমে২ গমন করিয়া বের্শেবা দেশে পৌঁছিলে পর ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদানাদি করণের সময়ে ঈশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া ডাকিলেন, হে যাকূব। তাহাতে সে উত্তর দিয়া কহিল, যে আমি এই আছি। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে শুন, আমি তোমার পিতার ঈশ্বর; আর কহিতেছি, তুমি মিসর দেশে যাইতে কোন প্রকারে ভীত হইও না; কেননা আমি তোমার সঙ্গে যাইয়া সে স্থানে তোমাকে বৃহজ্জাতি করিব; এবং কিছু দিনের পর তোমাকে এ দেশে নিশ্চয় ফিরিয়া আনিব। আর তোমার মরণের পর যূষফ তোমার চক্ষুর পাতা মুদিয়া দিবেন।

অতএব যাকূব এই রূপ প্রত্যাদেশ পাইয়া তথাহইতে আপন পুত্র পৌত্রাদি সমস্ত পরিবারের সহিত ফিরৌণ রাজকর্তৃক প্রেরিত শকটাদিতে আরোহণ করিয়া কিনান দেশের উপার্জ্জিত যে ধন সকল তাহা আপন পশুদিগের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া ক্রমে২ মিসর দেশে গিয়া পৌঁছিল।

Digitized by Google

পরে যাকূব গোশন্ দেশে আপন পুত্র যূষফের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে যিহূদাকে অগ্রে পাঠাইয়া গোশন্ দেশে উপস্থিত হইল। অতএব যূষফ পিতার আগমন সম্বাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক ঐ গোশন্ দেশে পৌঁছিয়া আপন পিতা যাকূবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহাতে যাকূব আপন পুত্রের গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন করিয়া কহিল, হে পুত্র, এখন আমার মরণ হইলেও দুঃখ হয় না; কেননা তুমি জীবৎ থাকিতে তোমার মুখ দেখিয়া আশা সফলা করিয়াছি।

অপর যূষফ আপন ভ্রাতা আদি পিতার সমস্ত পরিজনদিগকে কহিল, যে শুন, আমি অগ্রে যাইয়া মহারাজকে জানাই, যে আমার পিতার সমস্ত পরিবার আমার নিকটে আসিয়াছে; তাহারা পশু ব্যবসায়ী প্রযুক্ত গোমেষাদি পশুপালের সহিত আপন সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছে। তাহাতে রাজা যখন তোমাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে তোমাদিগের ব্যবসায় কি? তখন গোশন্ দেশে বাস করিবার কারণ তাহাকে কহিবা, যে মহারাজ, যৌবন কালাবধি এ পর্য্যন্ত তোমার এই দাসেরা পিতৃপুরুষানুক্রমে চিরকাল পশু ব্যবসায় করিয়া আসিতেছি; সেটা মিসর দেশীয় লোকদিগের নিন্দনীয় বটে।

অপর যূষফ তাহাদিগকে এই রূপ শিক্ষা দিলে পর সে ফিরৌণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া এই সমাচার দিল, যে মহারাজ, আমার পিতা পুত্র পৌত্রাদি পরিবারের সহিত গোমেষাদি আপন সর্ব্বস্ব লইয়া এ দেশে

Digitized by Google

আসিয়া সম্প্রতি গোশন্ দেশে আছে; এই সম্বাদ দিয়া যূষফ আপন পাঁচ জন ভ্রাতাকে লইয়া আসিয়া ঐ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইল। তাহাতে রাজা তাহার ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমাদিগের ব্যবসায় কি? তাহাতে তাহারা কহিল, যে মহারাজ, তোমার এই দাসেরা পশুপালন করিয়া থাকে; যেহেতুক পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে ঐ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে। তাহারা আরো কহিল, যে মহারাজ, কিনান্ দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত আমাদিগের পশুপাল চরিতে পায় না, অতএব আমরা এই দেশে বাস করিবার জন্যে আসিয়াছি; তোমার দাসদিগকে গোশন্ দেশে বাস করিতে স্থান দিতে আজ্ঞা হউক। পরে রাজা যূষফকে ডাকিয়া কহিল, যে তোমার পিতা এবং ভ্রাতৃগণ তোমার নিকটে আসিয়াছে, তাহাতে মিসর দেশের কোন কিছু তোমার অগোচর নাই, অতএব তাহাদিগকে দেশের উত্তম স্থানে বাসস্থান দেও, তাহারা গোশন্ দেশে গিয়া বাস করুক। আর তাহাদের মধ্যে কাহাকে২ যদি উপযুক্ত বুঝ, তবে কাহাকে২ আমার পশুপালের অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত কর। অতএব যূষফ এ রূপ আজ্ঞা পাইয়া আপন পিতা যাকূবকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল; তাহাতে যাকূব রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দাঁড়াইল। তখন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার বয়ঃক্রম কত হইবে? তাহাতে সে কহিল, আমি এই জগতে এক শত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেছি, আমার আয়ুর দিবস অল্প এবং মন্দ, আর আমার পিতৃলোকেরা যে আয়ুঃ সংখ্যাতে যত বৎসর

Digitized by Google

এই জগতে ভ্রমণ করিয়াছিল, আমার তত্তো বয়স অদ্যাপি হয় নাই। পরে যাকূব রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তথাহইতে বিদায় হইল।

অপর এই রূপ আজ্ঞানুসারে যূষফ আপন পিতা ও ভ্রাতাদি পরিজনদিগকে মিসর দেশের উত্তম স্থানে অধিকার দিয়া বসতি করাইল, এবং সকল পরিজনানুসারে খাদ্য দ্রব্য দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই প্রকারে ইস্রায়েল্ অর্থাৎ যাকূব মিসরের গোশন্ দেশে বাস করত সে স্থানে অধিকার পাইয়া ক্রমে২ বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুমনুষ্য হইতে লাগিল।

এই রূপে যাকূব মিসর দেশে সতের বৎসর কাল যাপন করাতে এক শত সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর তাহার মরণদিন নিকটবর্ত্তি হইতে লাগিল। অতএব সে আপন পুত্র যূষফকে ডাকিয়া কহিল, যে যদি আমি তোমার দৃষ্টিতে কৃপা পাইয়াছি. তবে এখন আমার প্রতি এই অনুগ্রহ ও সত্য পূর্ব্বক আচরণ কর, যে তুমি আমাকে মিসর দেশে কবর দিও না; কেননা আমি আপন পিতৃলোকদিগের নিকটে শয়ন করিব। তাহাতে সে বলিল, যে তুমি যাহা বলিবা, তাহাই করিব। তাহাতে যাকূব কহিল, যে তুমি আমার দিব্য কর; তখন সে তাহার কাছে দিব্য করিলে পর যাকূব শয্যার শিয়রে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

পরে এক সময় যাকূব পীড়িত হইলে যূষফের ওখানে লোক গিয়া কহিল, যে তোমার পিতা পীড়িত হইয়াছে; তাহাতে যূষফ ঐ সম্বাদ শুনিয়া মিনশি ও ইফ্রয়িম্ নামক দুই পুত্রকে আপন সমভিব্যাহারে

Digitized by Google

লইয়া পিতার নিকটে গমন করিল। তখন কেহ যাকূবকে কহিল, দেখ, তোমার পুত্র যূষফ ঐ তোমার নিকটে আসিতেছে; এ কথা শুনিয়া যাকূব আপনাকে কিঞ্চিৎ সবল করিয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল।

অপর যাকূব যূষফের নিকটে এই রূপ কথা কহিতে লাগিল, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তিনি কিনান দেশস্থ লূস্ নামক স্থানেতে আমার নিকটে প্রকাশিত হইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক আমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন, আমি তোমাকে ফলবান্ করিয়া তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব, এবং তোমার বংশকে নিত্য অধিকারের নিমিত্তে এই দেশ দিব। আর শুন, মিসর্ দেশে আমার আগমনের পূর্ব্বে মিসর দেশে তোমার ঔরসজাত যে ইফ্রয়িম নামে ও মিনশি নামে দুই পুত্র আছে, তাহারা আমার পুত্র হইবে; যেমন রূবেন ও শিমিয়োন নামে দুই জন আছে, তেমনি তাহারাও হইবে; কিন্তু ইহার পরে তোমার যে২ সন্তান জন্মিবে তাহারা তোমার হইবে; এবং আপন ভ্রাতৃনামানুসারে তাহারা অধিকার ও খ্যাতি পাইবে। আর আমি যখন পদ্দন-অরাম দেশহইতে আইলাম, তখন ইফ্রাথা অর্থাৎ বৈৎলেহম্ নগরে পৌঁছনের অল্প পথ থাকিতে কিনান্ দেশে আমার স্ত্রী রাহেল মরিয়াছিল; তাহাতে আমি ঐ ইফ্রাথার পথে তাহাকে কবর দিলাম।

পরে ইস্রায়েল্ অর্থাৎ যাকূব যূষফের পুত্রদিগকে দেখিয়া কহিল, ইহারা কে? তাহাতে যূষফ কহিল, ঈশ্বর এই স্থানে আমাকে যে পুত্রদিগকে দিয়াছেন,

Digitized by Google

তাহারাই ঐ। তখন সে কহিল, তবে উহাদিগকে আমার নিকটে আন, আমি আশীর্ব্বাদ করিব; তাহাতে তাহাদিগকে যূষফ তাহার নিকটে আনিল, কিন্তু তাহার বার্দ্ধক্যদশাপ্রযুক্ত দৃষ্টিক্ষীণ হওয়াতে সে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না; অতএব সে তাহাদিগকে আপন নিকটে আনিয়া চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি করিতে লাগিল; এবং যূষফকে কহিল, দেখ, আমি যে পুনর্ব্বার তোমার মুখ দেখিব, আমার এমন আশাও ছিল না; কিন্তু এইক্ষণে ঈশ্বর তোমার বংশদিগকেও দেখাইয়াছেন। অপর যূষফ তাহাদিগকে হাঁটুর মধ্যহইতে বাহির করিয়া পিতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, এবং ঐ দুই সন্তানের মধ্যে ইফ্রয়িমকে দক্ষিণ হস্তে লইয়া পিতার বামদিকে ও মিনশিকে বাম হস্তে করিয়া যাকূবের দক্ষিণদিকে লইয়া উপস্থিত করিল। তাহাতে যাকূব বিবেচনা পূর্ব্বক আপন হস্ত চালন করিয়া কনিষ্ঠ ইফ্রয়িমের মস্তকের উপরে দক্ষিণ হস্ত অর্পণ করিল, এবং মিনশির মস্তকে বাম হস্ত অর্পণ করিল।

পরে যূষফকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, যাহার সম্মুখে আমার পিতা ইব্রাহীম ও ইস্হাক আচার করিল, অর্থাৎ যে ঈশ্বর জন্মাবধি আজি পর্য্যন্ত আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, এবং যে দূত আমাকে সর্ব্ব অমঙ্গলহইতে উদ্ধার করিলেন, তিনি এই বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন; এবং ইহাদের দ্বারা আমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের নাম থাকুক, এবং পৃথিবীমণ্ডলে তাহারা লোকসমূহের ন্যায়

Digitized by Google

বর্দ্ধিষ্ণু হউক। এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিলেও তথাপি কনিষ্ঠ ইফ্রয়িমের মস্তকে দক্ষিণ হস্ত রাখাতে যূষফ অসন্তুষ্ট হইয়া পিতার ঐ হস্ত মিনশির মস্তকের উপরে দিবার জন্যে উঠাইয়া পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, এমন নয়, মিনশি জ্যেষ্ঠ, অতএব তাহার মস্তকে আপন দক্ষিণ হস্ত রাখুন। তাহাতে তাহার পিতা কহিল, না না, আমি জানি২, এও বর্দ্ধিষ্ণু ও অনেক লোক হইবে; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও যে ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বড় হইবে, এবং তাহার বংশ অনেক জাতি হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবা। অনন্তর সে সেই দিনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ বংশ তোমার নামের সাদৃশ্য দিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিবে, যে ঈশ্বর তোমাকে ইফ্রয়িমের মত ও মিনশির মত করুন। এই রূপে সে মিনশির অগ্রে ইফ্রয়িমকে রাখিল। অপর যাকূব যূষফকে কহিল, আমি তো এখন মরি, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সহিত থাকিবেন, এবং তোমাদের পৈতৃক দেশে তোমাদিগকে পুনর্ব্বার লইয়া যাইবেন; তদ্ভিন্ন আপন তলোয়ার ও ধনুকদ্বারা ইমোরীয়দের হস্তহইতে গৃহীত যে অংশ, তাহা তোমার ভ্রাতাদিগহইতেও তোমাকে অধিক অংশ দিলাম। এই রূপে যাকূব আপন পুত্র পৌত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে পর আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

এই প্রকারে যাকূবের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে যূষফ পিতৃশোকেতে আকুল হইয়া ঐ শবের মুখের উপরে পড়িয়া রোদন করিতে ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া আজ্ঞা পূর্ব্বক

Digitized by Google

গন্ধব্যবসায়ি লোকদিগকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া আপন পিতাকে সুগন্ধদ্রব্যযুক্ত করিল। এই রূপে পিতাকে সুগন্ধি দ্রব্যযুক্ত করণে নিয়মানুসারে চল্লিশ দিনগত হইলে মিস্রীয় লোকেরা তাহার নিমিত্তে সত্তর দিন শোক করিল। পরে শোকের দিন উত্তীর্ণ হইলে যূষফ ফিরৌণ রাজার পরিবারদিগকে কহিল, যদ্যপি স্যাৎ আমি তোমাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহীত হইয়া থাকি, তবে তোমরা মহারাজার নিকটে বল, যে আমার পিতা আমাকে এই দিব্য করাইয়া মরিয়াছেন, যে আমি মরিলে পর তুমি আমাকে লইয়া কিনান দেশে আপনার জন্যে যে কবর নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাতে আমাকে পুতিবা; অতএব মহারাজ আমাকে এই অনুমতি দেন, যে আমি দেশে গিয়া পিতাকে কবর দিয়া পুনর্ব্বার এই স্থানে ফিরিয়া আইসি। তাহাতে তাহারা রাজাকে কহিলে পর রাজাও সেই রূপ আজ্ঞা দিলেন।

অতএব যূষফ এই আজ্ঞা পাইয়া আপন পিতাকে কবর দিতে আপন দেশে চলিল। তাহাতে রাজকীয় দাসেরা ও নিজ গৃহের এবং মিস্রীয় প্রাচীন লোকেরা, ও যূষফের ভ্রাতাদি পরিজনেরা, এবং রথ ও রথী ও অশ্বারূঢ় লোকেরা ইত্যাদি অনেকেই তাহার সঙ্গে২ চলিল, কেবল তাহাদের বালকদিগকে ও গোমেষাদি পশুদিগকে. গোশন্ দেশে রাখিয়া আর সকলেই চলিল। অতএব মহাজনতা পূর্ব্বক গমন করত যর্দ্দন নাম্নী নদী পারস্থিত আটদের খামারে পৌঁছিয়া সে স্থানে সাত দিবস পর্য্যন্ত রোদন পূর্ব্বক পিতার শোক করিল। পরে

Digitized by Google

যখন কিনান্‌দেশনিবাসি লোকেরা ঐ আটদের খামারে আসিয়া তাহাদের এ প্রকার শোক দেখিল, তখন তাহারা কহিল, যে মিস্রীয়দিগের ইহা অতি বড় শোক; এ কারণ য়র্দ্দন নদী পারস্থিত ঐ স্থানের নাম আবেল মিসর (মিস্রীয়দের শোক) বলিয়া বিখ্যাত হইল। সে যাহা হউক, এই রূপে সে ব্যক্তি আপন পিতৃ আজ্ঞানুসারে তাবৎ কর্ম্ম করিল, অর্থাৎ তাহার পুত্রেরা তাহাকে কিনান দেশে লইয়া গিয়া ইব্রাহীম্‌ গোরস্থানাধিকারের জন্যে হিতীয় ইফ্রোণের স্থানে ক্ষেত্রের সহিত যাহা কিনিয়াছিল, সেই মম্রীর সম্মুখে মক্‌পেলা ক্ষেত্রস্থ গহ্বরে তাহাকে কবর দিল।

এই প্রকারে পিতার কবর দেওয়া হইলে পর যূষফ আপন সমস্ত সমভিব্যাহারি লোকদিগের সহিত পুনর্ব্বার মিসর দেশে প্রস্থান করিল।

উপদেশ কথা।

এখন একটি খেদের বিষয় দেখিতেছি এই, যে যাহাদের বর্ণজ্ঞান মাত্র নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ এমন কথা কহিয়া থাকেন, যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কি লাভ হইতে পারে? কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা এমন কথা বলেন না; যেহেতুক তাঁহারা জ্ঞাত আছেন, যে বাইবেলশাস্ত্র অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করিলে ঐহিক পারমার্থিক উভয়েরই লাভ হইতে পারে। আর কথাদ্বারা শিক্ষা অপেক্ষা কর্ম্মদ্বারা যে শিক্ষা হয়, তাহা বরং আশু

Digitized by Google

বোধগম্য হয়, এই জন্যে ধর্ম্মপুস্তকের অনেক২ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে যূষফের মনোহর ইতিহাস যাহা এখন পাঠ করা গিয়াছে, তাহাহইতে অনেক২ উত্তম২ উপদেশ পাওয়া যাইতেছে। আর ঐ যূষফের বিবরণ যে কাল্পনিক মাত্র এমন নহে, কিন্তু সমস্তই সত্য বটে। দেখ, ঐ যূষফ আদি যে দ্বাদশ সহোদর, তাহারা ইস্রায়েল লোকদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। তাহাদের ক্রমাগত বংশাবলি ধর্ম্মপুস্তকে ও অন্যান্য পুস্তকেও লিখিত আছে, এবং অদ্যাবধিও এতদ্দেশে ও অন্যান্য দেশে তাহাদের বংশ সকল বর্ত্তমান আছে।

ঐ ইতিহাসের মধ্যে একটি উপদেশ এই, যে পরমেশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে অবশ্য মঙ্গল হয়। তাহার প্রমাণ দেখ, ঐ যূষফের ভ্রাতৃগণ লোক সংখ্যাতে এবং বল বুদ্ধিতে অধিক প্রযুক্ত কুবুদ্ধির উপরে নির্ভর দিয়া যূষফের বিরুদ্ধে কুচক্রপণা করিয়াছিল। আর যূষফ বালক একা মাত্র নিঃসহায় হইয়া প্রবল বিপক্ষমধ্যে থাকাতে সে যে নষ্ট হইবে, এমন সকলেরি বোধ হইয়াছিল বটে। কিন্তু যূষফের সরল অন্তঃকরণ ছিল, এবং আপনার কি পরের বল বুদ্ধির উপরে নির্ভর না দিয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান যে পরমেশ্বর, কেবল তাঁহার উপরে ভরসা রাখিত; অতএব যদ্যপিও প্রথমে তাহার নানা দুর্ঘটনাদি ঘটিল, তথাপি শেষে তাহার সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল হইল। এ কারণ বলি, যাহার যেমন কর্ম্ম, অগ্র পশ্চাৎ তাহার তেমনি ফল ফলিবে।

Digitized by Google

আর অনেকে এমন জ্ঞান করিয়া থাকেন, যে কোন মনুষ্য যদি পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, তবে লোক সকলে তাহার অনুরাগ ও প্রশংসা করিবে; কিন্তু এই যে তাহাদের অনুমান সে তো ভ্রম মাত্র জানিবা, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যে অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান নির্ম্মল নিষ্পাপ এবং আত্মস্বরূপ যে এক সত্য পরমেশ্বর, তাঁহার সহিত এই জগৎস্থ লোকদিগের কোন সদ্ভাব নাই, বরং দ্বেষভাব আছে; সে কেমন না, যেমন কোন ব্যভিচারিণী স্ত্রী নিজ স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া উপপতিতে আসক্তা হইয়া স্বামির প্রতি অশ্রদ্ধা করে, তেমনি লোকেরা জগতের স্বামী যে এক সত্য পরমেশ্বর, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অসার সংসারেতে ও দেবদেবী পূজাতে এমত রত হইয়াছে, যে পরমেশ্বরের নামও একবার শুনিতে চাহে না; সুতরাং তাঁহার সত্য সেবকদিগের সহিত কিছু মাত্র প্রণয় থাকিতে পারে না, বরং নিতান্ত দ্বেষভাব থাকে। অতএব আদি পিতা মাতার পাপেতে পতিত হওনাবধি আজি পর্য্যন্ত যাহারা প্রকৃত সাধু, তাহারা অন্যহইতে উপকার না পাইয়া বরং অপকার পাইয়া আসিতেছে। দেখ, যূষফ তো দুষ্ট ছিল না, বরং অন্য লোক অপেক্ষা উত্তম ছিল, এই জন্যে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে ঘৃণা করিয়াছিল; অতএব আমরাও যদি ঈশ্বরের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া তাঁহারি মত আচরণ করি, তবে তিনি যে প্রকার দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদেরও কোন কিছু ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও

Digitized by Google

কোন খেদের বিষয় হয় না, বরং আহ্লাদজনক হয় বটে, কারণ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে প্রবোধ দিয়া এই রূপ কহিয়াছিলেন, যে যখন মনুষ্যেরা আমার নিমিত্তে তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়নাদি করিবে, এবং তোমাদিগকে কুকথা কহিবে, তখন তোমরা আনন্দ করিয়া কদাচ বিষণ্ণ হইবা না ; কেননা স্বর্গেতে তোমাদের উত্তম ফল হইবে; যেহেতুক এই মতে তাহারা তোমাদের পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদিগকে তাড়না করিয়াছিল।

আর অগ্রে দুঃখ ব্যতিরেক পশ্চাৎ সুখ হয় না, ঈশ্বর কর্তৃক এমন একটি নির্দ্ধারিত নিয়ম আছে। দেখ না কেন, কৃষক লোকেরা যেমন অগ্রে সমূহ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শেষে ফলভোগের অপেক্ষা করে, তেমনি যূষফ বহু দিনাবধি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নানা দুঃখভোগ করিয়া কাল ক্ষেপণ করিতেন, কিন্তু শেষে ঈশ্বরানুগ্রহেতে ঐ সকল দুঃখ রূপ মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহার শ্রীরূপ সূর্য্যোদয় হইল। অতএব যাহারা অনন্ত স্বর্গরূপ ফসল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের ইহ কালে পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে; এবং যূষফের ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দুঃখভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি পরমেশ্বর আপন পবিত্রাত্মা ও বাক্যদ্বারা তাহাদের মনেতে সুখ ও সান্ত্বনা দিবেন। আর এই দেহ পরিত্যাগানন্তর তাবৎ দুঃখহইতে মুক্ত হইয়া তাহারা পরমেশ্বরের এবং খ্রীষ্টের সহবাসী হইয়া অক্ষয় অনন্ত সুখভোগ করিবে।

আর যাহারা জগৎপতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল

Digitized by Google

অমান্য করিয়া দেবপূজাতে ও নানাবিধ সাংসারিক সুখভোগেতে আসক্ত হইয়া আপন লাভার্থে পরের প্রতি মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি পাপ কর্ম্মেতে কাল ক্ষেপণ করে, তাহারা অল্প দিনের নিমিত্তে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া ঈশ্বরের সেবকদের উপরে নানা প্রকার দর্প করিতে পারে বটে, কিন্তু শেষে ঐ সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারক এমত দিনও অগ্রসর হয়। দেখ, যূষফের ভ্রাতৃগণ দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত বিদ্রূপ কথাদ্বারা এই দর্প করিয়াছিল, "যে দেখ ভাই, ঐ স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসিতেছেন; অতএব আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া উহার স্বপ্নদর্শনের কিছু ফলদর্শে কি না তাহা দেখি।" এ কথা কহিয়া নিষ্ঠুরান্তঃকরণে তাহাকে মিসর দেশে দূর করিয়া প্রবঞ্চনা কথাতে তাহার পিতাকে ভুলাইল। আর এমন হওয়াতে সমস্ত আপদ শান্তি হইল, এমত বুঝিয়া পরমাহ্লাদে নিষ্কণ্টকে কাল যাপন করিতে লাগিল; কিন্তু শেষে তাহাদের ঐ দর্প চূর্ণ হইয়া এমন আপদ উপস্থিত হইল, যে তাহারা আপনাদিগকে আপনারা ধিক্কার করিতে লাগিল। অতএব যাহারা সর্ব্বদা অসৎকর্ম্মাসক্ত, তাহারা দুর্ব্বুদ্ধিদ্বারা খ্রীষ্টের পথকে এবং তৎপথাবলম্বি লোকদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য ও গর্হিত কথা কহিতে পারে বটে, কিন্তু যূষফের ভ্রাতৃগণ যেমন কাষ্ঠময় পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া অধোবদনে যূষফের সম্মুখে রহিয়াছিল, তেমনি যে দিনেতে খ্রীষ্ট অতুল্য ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া স্বর্গেতে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া তাবৎ লোকের বিচার করিবেন, সেই দিনেতে তাহারাও তাঁহার সাক্ষাতে লজ্জাতে মুখ তুলিতে

Digitized by Google

পারিবে না। পাপ এক প্রকার বিষাক্ত সন্দেশের ন্যায় জানিবা, কেননা বিষাক্ত সন্দেশ প্রথম খাইতে উত্তম লাগে বটে, কিন্তু পরিণামে অবশ্য প্রাণের বিনাশ করিতে পারে।

আর পাপের যে কি পর্য্যন্ত বিপরীত শক্তি, তাহা কি বলিব? যেমন এক বিন্দুমাত্র বিষ রক্তের সহিত সঞ্চার হইলে তাবৎ রস রক্ত বিগড়িয়া যায়, কিম্বা বন মধ্যে এক ফিনকি অগ্নিকণা লাগিবা মাত্র প্রচণ্ডানলেতে যেমন সমুদয় বনটাকে অগ্নিময় করিয়া নষ্ট করে, তেমনি মনোমধ্যে পাপের সঞ্চার হইলে সেই পাপ কি পর্য্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তাহার নির্ণয় করা যায় না। দেখ, যূষফের ভ্রাতৃগণের প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ ঈর্ষ্যা জন্মিল, কিন্তু ক্রমে২ ঐ ঈর্ষ্যা শেষে এমন প্রবলা হইল, যে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিতে স্থির করিল। হায়২ সৃষ্টিকালে যে মনেতে পরমেশ্বর বিরাজমান থাকিতেন, এখন সেই মনেতে শয়তানের এত পর্য্যন্ত আধিপত্য দেখিতেছি। দেখ দেখি ভাই, ভ্রাতা হইয়া আপন ভ্রাতাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিল, ইহার পর আর শয়তানের ক্রিয়া কি আছে? এ জন্যে লিখি, যে ক্রোধের প্রতি সাবধান; বিশেষতঃ আপন ভ্রাতার সহিত কদাচ অসূয়া না করিয়া সর্ব্বদা প্রণয় রাখিবা।

আর এই জগতে যে কেবল পরমেশ্বর কর্ত্তা, আর কোটি২ বাধা থাকিলেও তাঁহার সংকল্পের অন্যথা হয় না, ইহা আমরা এই বিবরণেতে শিক্ষা পাইতেছি; কেননা দেখ, পরমেশ্বর যূষফের উন্নতি করিতে মনস্থ করিয়া যখন যূষফকে স্বপ্ন দেখাইলেন, তখন ঐ যূষফের

Digitized by Google

কোন প্রকারে মঙ্গল না হয়, তাহার ভ্রাতারা এমন নানাবিধ বিঘ্ন জন্মাইতে চেষ্টা করিল। বিশেষতঃ তাহার পরে পোটীফর সেনাপতির স্ত্রী তাহার উপরে মিথ্যা দোষারোপণ করিলে যখন তাহার মনিব অন্যায় করিয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিল, তখন যূষফের কর্তৃত্ব পদ প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা, তাহা যে একেবারে চুলায় গেল এমত আমাদেরও বোধ হইল। কিন্তু তথাপি পরমেশ্বরের কর্ম্ম কেমন আশ্চর্য্য, যে ঐ কারাগার দিয়া তাহার উন্নতি প্রাপ্তির সূত্র চলিল; অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ঐ বন্ধন তাহার প্রতিকূল না হইয়া সর্ব্বপ্রকারে অনুকূল হইল। অতএব লোক কিম্বা বিষয় আর ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলি যে পরমেশ্বরের হস্তগত, ইহা আমরা বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা পাইতেছি। তিনি সপক্ষ হইলে আমাদের বিপক্ষ কে হইতে পারে? কিন্তু তিনি প্রতিকূল হইলে ইহকালে কি পরকালে আমাদের আর কোন প্রকারে মঙ্গল হইতে পারে না।

আর এই পৃথিবীমণ্ডলে পরমেশ্বরের সত্য সেবক লোকেরা যে দুঃখ পাইতেছে, তাহার একটি কারণ এই, যে তাহারা দুঃখ পাইলেও পরমেশ্বরের প্রতি নিতান্ত শুদ্ধা ভক্তি করিবে কি না, ইহা জানিবার জন্যে স্বর্ণকার যেমন সুবর্ণকে পুনঃ২ অগ্নিতে গলাইয়া পরিষ্কার করে, তেমনি নানা দুঃখভোগ রূপ পরীক্ষাদ্বারা খ্রীষ্ট আপন সেবকদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল করিয়া পরিত্রাণের কর্ম্ম সিদ্ধ করিতেছেন। আর পোটীফর সেনাপতির স্ত্রী যখন কামাতুরা হইয়া যূষফকে কুকর্ম্মে লওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন যূষফ যে অতি সুকঠিন পরীক্ষাতে পড়িয়াছিল,

Digitized by Google

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তথাচ ঐ পরীক্ষাতে পরাভূত না হইয়া সম্পূর্ণরূপে জয়ী হওয়াতে তাহার ঐ সদাচরণ ক্রিয়া চিরকালের নিমিত্তে আমাদের একটি নিদর্শন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তিনি যে নিজ শক্তিতে এই সুকঠিন কর্ম্ম করিলেন তাহা নয়, তবে কি না কেবল পরমেশ্বরের শক্তিতে; এবং তৎকালে তিনি যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের স্মরণের যোগ্য বটে, সে উত্তর কি না, পরমেশ্বরের প্রতিকূলে আমি এত বড় দুষ্কর্ম্ম কি রূপে করিতে পারি? ফলতঃ লোকাচার কি মনুষ্যের কাছে মান অপমান কি আপনার ক্লেশ অক্লেশ কিছুমাত্র গণনা না করিয়া কেবল পরমেশ্বরের কাছে মান অপমান বুঝিয়া আচরণ করিলেন। এই জন্যে লিখি, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সদসৎ কর্ম্মের প্রতিফলদাতা যে পরমেশ্বর, তাঁহার দৃষ্টি যে আমাদের উপরে সর্ব্বক্ষণ আছে, তাহা যেন সর্ব্বদা আমাদের অন্তঃকরণে জাগ্রৎ থাকে।

আর ঐ যূষফ যেমন নিজ পিতার প্রিয় পুত্র ছিলেন, তেমনি খ্রীষ্টও আপন পিতা পরমেশ্বরের সন্তোষের পাত্র ছিলেন। যেহেতুক তিনি পৃথিবীতে থাকিতে এই আকাশবাণী হইয়াছিল, যে ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতে আমার পরম সন্তোষ আছে। কিন্তু দেখ, যূষফ আপন পিতার প্রিয়পাত্র হইলেও আপন ভ্রাতাদিগের নিকটে ঘৃণিত ছিলেন; তেমনি খ্রীষ্টও পরমেশ্বরের প্রিয় অথচ নির্দ্দোষ হইলেও মনুষ্যদের কাছে অগ্রাহ্য ছিলেন। এ বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, "তিনি এই জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া আ-

Digitized by Google

আপন অধিকারে আইলেন, কিন্তু প্রজালোকেরা তাঁহাকে চিনিল না, এবং গ্রহণও করিল না; বরং তাহাদের কর্ত্তৃক তিনি অবজ্ঞাকৃত হইলেন।" আর যূষফ যেমন আপন ভ্রাতাদের হস্তহইতে নানা প্রকার দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়া শেষে তাহাদের দ্বারা বিক্রীত হইয়া পরহস্তগত হইল, তেমনি খ্রীষ্টও য়িহূদী লোকদের হইতে নানা যন্ত্রণা ও তাড়নাদি পাইয়া অবশেষে বিশ্বাসঘাতকি এক জন নিজ শিষ্যকর্ত্তৃক ত্রিশ খান রূপাতে বিক্রীত হইয়া শত্রুহস্তগত হইলেন। অপর যূষফের ভ্রাতৃগণ কুচক্র করিয়া যখন ইস্মায়েলীয় লোকদের দ্বারা তাহাকে মিসর্ দেশে দূর করিল, তখন তাহারা মনে২ বিবেচনাতে এই স্থির করিল, ইহার পরে কোন প্রকারে তাহার শ্রী হইতে পারিবে না। ঐ রূপ য়িহূদী লোকেরা রোমীয় লোকদের দ্বারা যখন খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ড করিয়াছিল, তখন তাহারাও বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি পূর্ব্বক ইহা ভাবিয়াছিল, এই ব্যক্তির যে সকল চেষ্টা, তাহা অবশ্য বৃথা হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, যূষফের ভ্রাতৃগণ তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যে যে উপায় করিয়াছিল, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যেমন বিপরীত ফলিয়া উঠিল, তেমনি য়িহূদী লোকেরাও খ্রীষ্টের যে২ বিপক্ষতা করিয়াছিল, তাহাতে আরো তাঁহার রাজ্য সংস্থানের সম্পূর্ণ কারণ হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহারা অন্যায় করিয়া তাঁহাকে যে ক্রুশযন্ত্রে বধ করিয়াছিল, ঐ অপঘাত মৃত্যু শয়তানের রাজ্য চূর্ণ করণের এবং মনুষ্যদিগের পরিত্রাণ সিদ্ধ করণের একটি প্রধান হেতু হইয়া উঠিল। আর ঐ যূষফ্

Digitized by Google

যেমন কারাগারহইতে মুক্ত হইয়া রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইল, তেমনি খ্রীষ্টও কবরহইতে পুনরুত্থান পূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয় হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, এবং জগতের কর্তৃত্বপদ পাইয়া পরমেশ্বরের সহিত স্বর্গসিংহাসনে বসতি করিতেছেন। আর যূষফ্ যৎকালে আপন পরিচয় দিয়াছিল, তখন ভ্রাতাদিগকে এই কথা কহিয়াছিল, তোমরা শোক করিও না, এবং পরস্পর এক জন অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না; কেননা অনেক জীবদিগের প্রাণরক্ষার নিমিত্তে পরমেশ্বর আমাকে এ দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব যূষফ্ যেমন ঐহিকে প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তেমনি খ্রীষ্ট পারমার্থিক প্রাণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। ফলতঃ পরমেশ্বরের কাছে আমাদের অসংখ্য২ পাপমার্জ্জনা হইতে পারে, এমন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে আইলেন, এবং আমাদের কর্তৃক লঙ্ঘিত আজ্ঞা সকল সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়া যাহাতে আমরা অনন্ত স্বর্গ পাইতে পারি, এমন রাশি২ পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। আর অদ্যাপিও পবিত্রাত্মা প্রদান করিয়া স্বাভাবিক কুমতি ছেদন করিয়া আশ্রিত লোকদিগকে স্বর্গবাস করাইবার জন্যে উপযুক্ত মন দিতেছেন, এই রূপে লোকদিগের পরিত্রাণ নিমিত্তে উপযুক্ত উপায় প্রস্তুত করিয়া জগত্তারক হইয়াছেন। আর যূষফের ভ্রাতারা পূর্ব্বকৃত স্ব২ দোষ মনে করিয়া তাহার সমীপে যাইতে কম্পকম্পান্বিত হইয়াছিল, কেননা পাছে তত্তদ্দোষের প্রতিফল পাইতে হয়। কিন্তু ঐ দয়ালু যূষফ্ যেমন সকল দোষের মার্জ্জনা করিয়া তৎক্ষণাৎ শোক সান্ত্বনা

Digitized by Google

করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি যে কোন ব্যক্তি স্বং পাপ বিষয়ে নিতান্ত খেদান্বিত হইয়া খ্রীষ্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তিনি তাহাকে দূর না করিয়া অবশ্য তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করেন। অতএব আর কি লিখিব? দুর্ভক্ষ্য সময়ে লোক সকল ফিরৌণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে যেমন ঐ রাজা কহিয়াছিল, তোমরা যূষফের নিকটে যাও, আর তিনি যাহা বলেন তাহাই কর, তদ্রূপ এই ক্ষণে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত বচন-দ্বারা পরমেশ্বর পৃথিবীস্থ সকল লোককে এই আজ্ঞা দিতেছেন, পাপক্ষমা ও পরিষ্কার অন্তঃকরণ পাইবার নিমিত্তে তোমরা খ্রীষ্টের নিকটে যাইয়া তাঁহার শরণা-পন্ন হও; আর তিনি যে সকল আজ্ঞা দিতেছেন, তোমরা তদনুসারে কর্ম্ম কর।

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google